তারিখ 08 APR 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

যুগান্তর

জবি ছাত্র নাজিম হত্যা

সন্দেহে ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা

খুনিদের গ্রেফতারের আলটিমেটাম : রোববার থেকে
জবিতে ধর্মঘট : জাতিসংঘ ও ইইউ'র নিন্দা

ছেলে নাজিম উদ্দিনের ছবি হাতে বাকরুদ্ধ মা তহিরুন নেসা যুগান্তর

যুগান্তর রিপোর্ট

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) আইন বিভাগের নৈশকালীন ছাত্র নাজিম উদ্দিন সামাদকে ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা হত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। ৩ বছরে উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত সপ্তম অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট তিনি। উগ্রপন্থীদের জড়িত থাকার পাশাপাশি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক শত্রুতার বিষয়টি সামনে রেখে অনুসন্ধান শুরু করেছে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা।

রাজধানীর সূত্রাপুরে বুধবার রাতে দুর্বৃত্তরা নাজিমকে প্রথমে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে ও পরে মাথায় গুলি করে হত্যা করে। নাজিম সিলেটে গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক ও সিলেট জেলা বঙ্গবন্ধু যুব পরিষদের তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। তিনি ফেসবুকে 'ধর্মান্ধতা' নিয়ে লেখালেখি করতেন। বৃহস্পতিবার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (মিটফোর্ড) ময়নাতদন্তের পর তার লাশ মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে সূত্রাপুর থানায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে। তবে এতে কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি।

নাজিম হত্যার নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও পেন আমেরিকা। হত্যার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে জবির শিক্ষার্থীরা। তারা শনিবারের মধ্যে হত্যাকারীদের গ্রেফতারের আলটিমেটাম দিয়ে রোববার ক্যাম্পাসে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। বিকালে শাহবাগে ও সিলেটে বিক্ষোভ করেছে গণজাগরণ মঞ্চ।

নিহতের ভাতিজা সুমন মিটফোর্ড হাসপাতালে যুগান্তরকে জানান, নাজিমের বাবার নাম আবদুস সামাদ। সিলেটের বিয়ানীবাজারের ভরাউট গ্রামের নাজিম পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে ছিলেন চতুর্থ। ভাইদের মধ্যে দু'জন থাকেন ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

সন্দেহে ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লন্ডনে, এক ভাই রাজবাড়ী জেলার গাল্দিমারা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইন্সপেক্টর শাহাদত হোসেন ও অপর ভাই ফ্রান্সে থাকেন। মা ষাটোর্ধ্ব তহিরুন্নেসা ঘটনা শোনার পর থেকে শয্যাশায়ী ও বাকরুদ্ধ। বড় ভাই বদরুল বৃহস্পতিবার লন্ডন থেকে আসার কথা। তিনি আসার পর লাশ গ্রহণ করবেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নাজিমের বন্ধু সোহেল। তিনি জানান, নাজিমসহ রাতে ক্লাস শেষে ক্যাম্পাস থেকে গেণ্ডারিয়ার বাসায় ফিরছিলেন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে লক্ষীবাজারের একরামপুর মোড় এলাকায় পৌঁছলে পেছন থেকে ৪-৫ যুবক চাপাতি নিয়ে নাজিমের ওপর হামলা চালায়। এ সময় তারা 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দেয়। নাজিম রাস্তায় পড়ে যাওয়ার পর তার মাথায় গুলি করে। দুর্বৃত্তরা কয়েক রাউন্ড এলোপাতাড়ি ফাঁকা গুলি ছুড়ে আতংক সৃষ্টি করে পালিয়ে যায়। হামলাকারীদের বয়স আনুমানিক ২২ থেকে ৩০ বছর। তাদের পরনে জিন্স প্যান্ট, হাফহাতা শার্ট ও গেঞ্জি ছিল।

লাশের সুরতহাল প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নাজিমের মাথার ডানপাশে একই স্থানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কয়েকটি আঘাত করা হয়েছে। এতে তার খুলি দু'ভাগ হয়ে মগজ বের হয়েছে। মাথায় একটি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে, একরামপুরে সুবর্ণা টেইলার্সের সামনের রাস্তায় ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। টেইলার্সের তিনটি সিঁড়ি, কলাপসিবল গেট ও গ্লাসে রক্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ১০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত রক্ত। স্থানীয়দের ধারণা, মাথায় কোপ দেয়ার সময় ফিনকি দিয়ে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে।

সূত্রাপুর থানা পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থল থেকে সোহেলের মানিব্যাগ, মোবাইল ও আইডি কার্ড উদ্ধার হয়েছে। তার বন্ধু সোহেল এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। পুলিশ সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। সোহেল হামলাকারীদের কাউকে দেখলে চিনতে পারবেন বলে জানিয়েছেন।

অনুসন্ধানে জড়িত পুলিশের এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, আমাদের সন্দেহ ধর্মীয় উগ্রপন্থী কোনো গ্রুপই এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। কারণ এর আগে বেশ কয়েকজন অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট খুন হয়েছেন। তাদেরও চাপাতি জাতীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে একই কৌশলে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। সব হত্যাকাণ্ডেই আঘাত করা হয়েছে মাথায়। এলিটফোর্স র‍্যাব ঘটনার ছায়া অনুসন্ধান করছে। র‍্যাব-১০ এর অধিনায়ক জাহাঙ্গীর হোসেন মাতুব্বর যুগান্তরকে বলেন, 'উগ্রপন্থীরা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে কিনা সেটা এখনই বলা যাবে না। খুনিরা এটাকে কৌশল হিসেবে নিতে পারে। র‍্যাব বিষয়টি অনুসন্ধান চালাচ্ছে।'

ডিএমপির ওয়ারী জোনের সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার নূরুল আমিন যুগান্তরকে বলেন, হত্যাকাণ্ডটি অত্যন্ত পরিকল্পিত। ৪-৫ জন আগে থেকেই ওই এলাকায় ওৎ পেতে ছিল। তারা নাজিমের গতিবিধি জানত। আগে থেকেই তাকে ফলো করছিল তাদের কেউ। নাজিম গলিতে আসামাত্রই তাকে মাথায় কুপিয়ে জখম করে। সে মাটিতে পড়ে গেলে মাথায় গুলি করে। এখন পর্যন্ত নাজিমের ঢাকায় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার তথ্যও পাওয়া যায়নি।

ওয়ারী বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার সৈয়দ নূরুল হক যুগান্তরকে বলেন, 'এ হত্যাকান্ডের নেপথ্যে উগ্রপন্থীদের সম্পৃক্ততা আমরা উড়িয়ে দিচ্ছি না। যেহেতু এ বিষয়ে এখনও কেউ দায় স্বীকার করেনি তাই এটা নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না। নিহত ব্যক্তি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনা করে ফেসবুকে অনলাইনে লিখতেন। এছাড়া পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কোনো দ্বন্দ্ব আছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

নাজিমের ফেসবুক পাতায় উগ্রবাদীদের তীব্র সমালোচনা দেখা যায়। তিনি নিজের পরিচয়ে লিখেছেন, নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের অনুসারী নন তিনি। সম্প্রতি সোহাগী জাহান তনু হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েও লিখেছেন তিনি। আওয়ামী লীগের এ সমর্থক নিজের দলের সমালোচনা করেছেন। ২ এপ্রিল এক পোস্টে নাজিম আওয়ামী ওলামা লীগ নিয়ে লেখেন, 'আওয়ামী ওলামা লীগ আর বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ দুই বিপরীত মেরুর দুই বাসিন্দা। ওলামা লীগ কখনোই বাহাত্তরের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান চায়নি এবং চাইবেও না।' একদিন আগেই এক মাওলানার 'নারীবিদ্বেষী' ওয়াজের ভিডিও শেয়ার করে তার কঠোর সমালোচনাও করেছিলেন নাজিম। মঙ্গলবার রাত ৯টা ১০ মিনিটে নাজিম উদ্দিন সামাদ তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে সর্বশেষ লেখেন, 'সরকার, এবার একটু নড়েচড়ে বসো বাবা। দেশের যা অবস্থা, আইনশৃংখলার যে অবনতি, তাতে গদিতে বেশিদিন থাকা সম্ভব হবে না। জনরোষ বলে একটা কথা আছে।'

সূত্রাপুর থানার ওসি তপন চন্দ্র সাহা জানান, নাজিম সিলেটের বেসরকারি লিডিং ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক ডিগ্রি নেন। দুই মাস আগে সিলেট থেকে ঢাকায় আসেন। গেণ্ডারিয়ার একটি মেস বাসায় বন্ধুদের সঙ্গে থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে সান্ধ্যকালীন এলএলএম কোর্সে ভর্তি হন।

বাড়িতে শোকের মাতম : মৃত্যুর তিন ঘণ্টা আগেও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন নাজিম। বলেছিলেন, প্রিয় ভাগ্নের সাইকেল কিনে নিয়ে বৃহস্পতিবার (গতকাল) বাড়ি যাবেন। নাজিমের বোন পারুল বেগম জানান, সর্বশেষ বুধবার বিকালে নাজিমের সঙ্গে তার কথা হয়। বৃহস্পতিবার বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। পারুলের ছোট ছেলের জন্য বাইসাইকেল নিয়ে আসবে বলেছিল ও।

এর তিন ঘণ্টা পরই নাজিমের নাম্বার থেকে আমার কাছে আবার ফোন আসে। ওপার থেকে তার বন্ধু পরিচয়ে কেউ একজন বলে— 'নাজিমের অবস্থা খুব খারাপ আপনারা কেউ একজন হাসপাতালে আসুন, প্লিজ।'

চাচাতো ভাই মামুনুর রশীদ বলেন, তাকে লিডিং ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স পড়তে বলেছিল সবাই। কিন্তু তার তো অনেক বড় হওয়ার স্বপ্ন ছিল। তাই এ বছর ঢাকায় পড়তে গিয়েছিল। এলাকায় সে বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল। নাজিমের প্রবাসী ভাই বদরুল লন্ডন থেকে দেশে আসার পর লাশ দাফন নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

যুগান্তরের সিলেট ব্যুরো জানায়, নাজিমের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে, বোন ও স্বজনরা আহাজারি করছেন। মা তহিরুন নেসা ছেলের ছবি হাতে নিয়ে দেখছেন আর চোখে পানি ছাড়ছেন। কোনো কথা বলছেন না। স্বজনরা লাশের অপেক্ষায় রয়েছেন। তারা জানান, লাশ আনতে চাচাতো ভাইয়েরা বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকায় রওনা দেন। বুধবার রাত ৩টার দিকে তারা নাজিম উদ্দিন হত্যার খবর পান। লন্ডন থেকে তার ভাই ফোন করে পরিবারের সদস্যদের জানান। গ্রামবাসী তার দাফনের জন্য সবকিছু প্রস্তুত করে রেখেছেন বলে জানিয়েছেন ইউপি চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান।

সপ্তম হত্যাকাণ্ডের শিকার নাজিম : ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাজিব হায়দার শোভন খুন হওয়ার পর সর্বশেষ বুধবার খুন হলেন নাজিম। এ নিয়ে সাতজন অনলাইন কর্মীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। ২০১৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা ড. অভিজিৎ রায়, গত বছরের আগস্টে খিলগাঁওয়ে নীলাদ্রি চ্যাটার্জি নিলয়, গত বছরের মার্চে তেজগাঁওয়ে ওয়াসিকুর রহমান বাবু, মে-তে সিলেটে অনন্ত বিজয় দাসকে হত্যা করা হয়। এছাড়া অভিজিতের বই প্রকাশ করায় শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটে ১ নভেম্বর জাগৃতি প্রকাশনীর মালিক ফয়সাল আরেফীন দীপনকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এসব ঘটনায় উগ্রপন্থী সংগঠন জেএমবি ও আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সম্পৃক্ততা খুঁজে পেয়েছে তদন্ত সংস্থা। তবে দীপন হত্যা মামলায় উগ্রপন্থীরা জড়িত থাকার ধারণা করলেও কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণের প্রবণতা —জাতিসংঘ : বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক রবার্ট ওয়াটকিন্স বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট হত্যায় কিছুদিন ছেদ দেখা গেলেও এ হামলায় প্রতীয়মান হচ্ছে, 'বাংলাদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণের ক্রমবর্ধমান প্রবণতার অংশ হিসেবেই' নতুন এ হত্যাকাণ্ড। হত্যায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে তাদের বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। জাতিসংঘ প্রতিনিধি আরও বলেন, ৩ বছর আগে বাংলাদেশে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড শুরুর পর থেকে জাতিসংঘ উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি তদন্তের মাধ্যমে বিচারের আহ্বান জানিয়ে আসছে। ঝুঁকির মুখে থাকা অনলাইন অ্যাকটিভিস্টদের 'পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত' করতে আবারও নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে জাতিসংঘ। তিনি বলেন, এর মধ্য দিয়েই দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে। কারণ এটাই গণতান্ত্রিক সমাজের মূল ভিত্তি।

ইইউর নিন্দা : বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত পিয়েরে মায়াদুন বলেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা একটি মৌলিক মানবাধিকার। ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহিষ্ণুতার চর্চার ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার যে কোনো উদ্যোগ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমর্থন পাবে। তিনি নাজিমের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং তদন্তের মাধ্যমে খুনিদের বিচারের মুখোমুখি করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

জবিতে ধর্মঘট আহ্বান : বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে বিভিন্ন বিভাগ থেকে খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভ মিছিল বের করে শিক্ষার্থীরা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পাসে আসা অন্য শিক্ষার্থীরাও মিছিলে যোগ দিলে গোটা ক্যাম্পাস বিক্ষোভে ফেটে পরে। ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমাবেশ করে তারা। বেলা ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে চলে যায়। বাহাদুর শাহ পার্ক প্রদক্ষিণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নেয়। তারা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে। ফলে সদরঘাট-গুলিস্তান সড়কে যান চলাচল প্রায় তিন ঘণ্টা বন্ধ থাকে। এর প্রভাবে পুরান ঢাকার বিভিন্ন সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। বেলা দেড়টার দিকে শিক্ষার্থীরা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে। সমাবেশে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি লাকী আক্তার, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আল-আমিনসহ বিভিন্ন বাম সংগঠনের নেতারা বক্তব্য দেন।

সমাবেশে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও বাম ছাত্র সংগঠনের নেতারা শনিবারের মধ্যে খুনিদের গ্রেফতারের আলটিমেটাম দেয়। অন্যথায় রোববার থেকে ক্যাম্পাসে ছাত্র ধর্মঘট পালনের কর্মসূচি পালনের হুশিয়ারি দেয়। বেলা ২টার দিকে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নিলে ওই সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. নূর মোহাম্মদ যুগান্তরকে বলেন, বিষয়টিকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুলিশের ওয়ারী জোনের উপপরিচালক (ডিসি) বরাবর চিঠি দেয়া হয়েছে।

সিলেটে গণজাগরণ মঞ্চের বিক্ষোভ : সিলেট ব্যুরো জানায়, বৃহস্পতিবার বিকালে নগরীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে মিছিল শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় শহীদ মিনারের সামনে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে গণজাগরণ মঞ্চ। সমাবেশে বক্তারা বলেন, লেখক ব্লগার, গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠকদের হত্যা করা হলেও পুলিশ হত্যাকারীদের ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। এতে খুনিরা আরও বেপোরোয়া হয়ে উঠেছে। বক্তারা বলেন, সারা দেশ এখন কলেজ ছাত্রী তনু হত্যার বিচার দাবিতে উত্তাল। নাজিমও এই হত্যার প্রতিবাদে সোচ্চার ছিলেন। সামাদকে হত্যার মাধ্যমে তনু হত্যার ঘটনাকে আড়াল করা যাবে না। বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত নাট্য পরিষদের সাবেক সভাপতি সৈয়দ মনির হেলাল, সিপিবি সিলেটের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন সুমন, সম্মিলিত নাট্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রজতকান্তি গুপ্ত, উদীচী সিলেটের সাধারণ সম্পাদক রতন দেব, সিলেট গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র দেবাশীষ দেবু, নাট্যকর্মী ইন্দ্রানী সেন সম্পা, কবি আবিদ ফায়সাল, প্রভাষক প্রণবকান্তি দেব, ছাত্র ইউনিয়ন সিলেটের সভাপতি সপ্তর্ষি দাশ, সাধারণ সম্পাদক দিপঙ্কর দাশগুপ্ত প্রমুখ।